দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2-3 JAN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

Report 22

সকালে সাজা বিকালে মওকুফ

মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চার শিক্ষক বললেন : 'শিক্ষককে নয়, জাতির বিবেককে দণ্ড দেয়া হয়েছিল'

এখনো আট ছাত্র কারাগারে আটক রয়েছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

অবশেষে পাঁচ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক। গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা পরবর্তী সহিংস ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক গতকাল বিকাল পৌনে ৫টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা একটি ফৌজদারি মামলার রায়ে সাজাপ্রাপ্ত ছাত্র-শিক্ষকদের সাজা রাষ্ট্রপতি মওকুফ করলে শিক্ষকরা মুক্তি পান। তবে বিভিন্ন মামলায় এখনো আট ছাত্র কারাগারে আটক রয়েছেন। শিক্ষকরা কারাগারের ভিতরে থেকেই আটক ছাত্রদের মুক্তির দাবি জানান। মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শিক্ষকরা বলেন, আমরা কোন্ অন্যায় করিনি। আমরা ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করেছি। আমাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। এর আগে গতকাল সকালে জরুরি ক্ষমতা (৪র্থ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

সকালে সাজা

(প্রথম পৃঃ পর)

বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত ৫৪ নম্বর মামলায় অভিযুক্ত ৪ শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক ড. হারুন-উর রশীদকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং ১৫ শিক্ষার্থী মামলা থেকে বেকসুর খালাস পান। রায় ঘোষণার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল করে রায় প্রত্যাখ্যান করে। শিক্ষকরাও রায় প্রত্যাখ্যান করে কলাভবনের বটতলায় সমাবেশ করেন।

রায় ঘোষণার পর পরই শিক্ষকদের সাজা মওকুফের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিকালে রাষ্ট্রপতি তার সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে দণ্ডপ্রাপ্ত তিন শিক্ষকের সাজা মওকুফ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হবে মর্মে খবর পেয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে সকাল থেকেই সংবাদকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। ধীরে ধীরে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত হন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হচ্ছে এই খবর পেয়েই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ফুল, ফুলের তোড়া ও মালা নিয়ে লাইনে দাঁড়ান। বিকাল পৌনে ৫টায় লালবাগের ডিসি ওয়াহিদ এবং লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবারকের নেতৃত্বে এক প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে অবস্থান নেয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ফুলের মালা নিয়ে জেল গেটের কাছাকাছি যেতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে কারাগারের সামনে উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়।

এর মধ্যেই কারাগারের সামনে হাজির হয় একটি প্রিজন ভ্যান। আদালত থেকে অন্য বন্দিদের ভিতরে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় প্রিজন ভ্যানটি একবার মূল গেটের সামনে যায়, আরেকবার পিছিয়ে রাস্তার ওপর চলে আসে। দুইজন কারারক্ষী ভিতর থেকে এসে জানান, শিক্ষকদের সঙ্গে কারা কর্তৃপক্ষের কথা কাটাকাটি হচ্ছে। শিক্ষকদের দাবি, আটক ছাত্রদের মুক্তি না দিলে তারা কারাগার থেকে বের হবেন না। অপরদিকে কারা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জানায়, কারা বিধি অনুযায়ী আপনাদের আমরা ভিতরে রাখতে পারব না।

অপেক্ষার পালা শেষ

বিকাল সোয়া ৫টা অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কারাগার থেকে প্রথম বেরিয়ে আসেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। এরপর একে একে বেরিয়ে আসেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। এ সময় কারামুক্ত শিক্ষকদের ফুল ছিটিয়ে ও মালা পরিয়ে বরণ করে নেয় শিক্ষার্থী ও সহকর্মীরা। ওই সময় অনেক সহকর্মী ও ছাত্র তাদের জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

কারাগারের সামনে মুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি গাড়ি রাখা ছিল, কিন্তু শিক্ষকরা কোন গাড়িতে না ওঠে পায়ে হেঁটে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে অগ্রসর হন। কারাগার থেকে নাজিমউদ্দিন রোড এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে দিয়ে পুলিশ প্রহরায় ৫টা ৩৫ মিনিটে শহীদ মিনারে পৌঁছেন চার শিক্ষকসহ শত শত শিক্ষার্থী। এ সময় রাস্তার উভয় পাশে পুলিশ মোতায়েন ছিল। শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা করতালি এবং ফুলের মালা দিয়ে তাদের বরণ করে নেয়।

শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে চার শিক্ষক বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বক্তব্য প্রদান শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় চার শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের বাসভবনে ফিরে যান।

কারা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ডিআইজি প্রিজন মেজর সামসুল হায়দার ছিদ্দিকী জানান, রাষ্ট্রপতির বিশেষ মওকুফ পত্রটি বিকাল পৌনে ৫টায় কারাগারে পৌঁছে। ছাত্রদের ব্যাপারে কোন কাগজপত্র না আসায় তাদের মুক্তি দেয়া হয়নি। কাগজপত্র আসা মাত্রই ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হবে।

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় দায়ের শাহবাগ থানায় দায়ের করা ৫৪ নম্বর মামলায় অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয় আদালত। আদালতে এই মামলায় অভিযুক্ত অপর শিক্ষক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও ১৫ জন শিক্ষার্থীকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ও দ্রুত বিচার হাকিম মোঃ গোলাম রব্বানী জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় ঘোষণা করেন।

মনিরুজ্জামান সর্দার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষার্থী পলাতক ছিল। এর আগে গত সোমবার শাহবাগ থানায় দায়ের করা ৫৩ নম্বর মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ৪ শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রকে বেকসুর খালাস প্রদান করে আদালত। তবে ৪ জন ছাত্রকে দণ্ড দেয়া হলেও পরে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে তাদের সাজা মওকুফ করে দেন।

রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ড. আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, শুধু তিন শিক্ষককে নয় জাতির বিবেককে দণ্ড দেয়া হয়েছে। কারাবন্দি শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান সর্দার রুবেলের মা তাহমিনা বেগম তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, খুবই ভালো লাগছে। গত ৫ মাস ধরে আমার সন্তান কারাগারে বন্দি ছিল। সে মুক্তি পাচ্ছে। রায়ে আমি খুশী।

গতকাল সকাল ১০ টা ৪০ মিনিটে কারাবন্দি ৪ শিক্ষক ও এক ছাত্রকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর বিচারক মোঃ গোলাম রব্বানী মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ৬(৪) ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হলো। এছাড়া এই মামলায় অভিযুক্ত অপর শিক্ষক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও ১৫ শিক্ষার্থীকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। আদালতের রায়ে বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত ১৫ শিক্ষার্থী হচ্ছেন মনিরুজ্জামান সর্দার রুবেল, হাসান মামুন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, আবরুল ইসলাম রুচি, আজিজ হাসান, রিফাত হোসেন রিকু, মোঃ নজরুল ইসলাম রাসেল, মোঃ সাবসুল কবির রাহাত, মিঠুন, রোকনুজ্জামান তালুকদার, তানজিন চৌধুরী লিলি, অর্পনা পাল, শাহনূর নার্গিস, মোঃ কামরুজ্জামান ও আনোয়ার। রায় ঘোষণার সময় শিক্ষকদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও উভয়পক্ষের কৌসুলিগণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির সার্জেন্ট শওকত আহমেদ গত ২৩ আগস্ট বাদি হয়ে শাহবাগ থানায় জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা অভিযোগ এনে অজ্ঞাতনামা ৪/৫ হাজার ব্যক্তিকে আসামি করে এজাহার দায়ের করেন। পরবর্তীকালে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই সিরাজুল ইসলাম তদন্ত শেষে ৪ শিক্ষক ও ১৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

দায়ের করা এই মামলার অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্তরা সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে এবং কুশপুত্তলিকা দাহ করে অপরাধ করেছেন। গত ১১ ডিসেম্বর এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়। গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। মামলায় ২৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জন আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

২০০৭ সালের ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ও সেনা সদস্যের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরের দিন উক্ত ঘটনার জের ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী করে ৪ শিক্ষক ও ১৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে গত ২৩ আগস্ট শাহবাগ থানায় জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগ এনে দুটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর ঐ দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাওয়ার ভবনের নিজ বাসা থেকে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদকে গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত ১৬ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন ও ১৭ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।